উমরাহ্
মদীনা যিয়ারত ○ দোআ

ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পিএইচডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আল-ফিকহ এ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
উমরাহ্ ১১

প্রথম পরিচ্ছেদ: উমরাহ্ পরিচিতি ১১

এক নজরে সংক্ষিপ্তভাবে উমরাহ্ ১১

উমরার বিস্তারিত বিধি-বিধান : প্রারম্ভিক বিষয়সমূহ : উমরাহ্ ১৯

উমরার ফযীলত ২০

উমরাহ কবূলের কিছু শর্ত ২৪

উমরার বিধান ২৬

উমরাহ্ সহীহ হওয়া ও আদায় হওয়ার শর্তসমূহ ২৮

মাহরাম বিষয়ক শর্ত ৩৩

উমরার ফরয ও ওয়াজিব ৩৪

উমরার ফরয ৩৪

উমরার ওয়াজিব ৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ঘর থেকে শুরু করে উমরার ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত উমরাকারীর করণীয় কাজসমূহ ৩৮

উমরার জন্য বের হওয়ার আগে করণীয় ৩৮

সন্তানদের অসিয়তের মধ্যে যেন অবশ্যই থাকে ৩৮

উমরার জন্য বের হওয়ার সময়ে করণীয় ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মীকাত, ইহরাম ও তালবিয়াহ ৪৪

মীকাত-এর সংজ্ঞা ৪৪

ইহরাম-এর সংজ্ঞা ৪৪

নাবালকের ইহরাম ৪৫

ইহরামের বিধান ৪৬

ইহরামের সুন্নাতসমূহ ৫০

তালবিয়াহ-এর সংজ্ঞা ৫৫

তালবিয়াহ পাঠের ফযীলত ৫৭

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ৫৯

প্রথম অধ্যায়

উমরাহ্

প্রথম পরিচ্ছেদ: উমরাহ্ পরিচিতি

এক নজরে সংক্ষিপ্তভাবে উমরা

১. উমরাকারী যখন মীকাতে পৌঁছবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো গোসল করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া; অনুরূপভাবে উমরাহ্ আদায়কারী মহিলাও গোসল করবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, যদিও এ সময় তার হায়েয বা নিফাস থাকে। হায়েয বা নিফাসওয়ালী মহিলা ইহরাম বাঁধতে পারবে, তবে সে তার হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া ও গোসল না করা পর্যন্ত বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করবে না। ইহরামের পূর্বে উমরাহ্ পালনকারী পুরুষ গায়ে সুগন্ধি লাগাবে, তবে তার ইহরামের কাপড়ে নয়। যদি মীকাতে পৌঁছার পর গোসল করা সম্ভব না হয় তাতে দোষের কিছু নেই।

মনে রাখবেন ইহরামের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সালাত নেই। তবে কোনো ফরয বা নফল সালাতের পরে ইহরাম হওয়া উত্তম। যদি সম্ভব হয় তবে তা করা যেতে পারে, নতুবা সেটাকে বাধ্যতামূলক মনে করা যাবে না।

২. পুরুষগণ সকল প্রকার সেলাইযুক্ত কাপড় (যেমন জামা, পাজামা, গেঞ্জী ইত্যাদি যা পোশাকের আকারে তৈরি তা) পরিধান থেকে বিরত থাকবে। একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে, তার মাথা খোলা রাখবে। আর পুরুষের ইহরামের কাপড় দু'টি সাদা ও পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। তবে মহিলা তার সাধারণ পোশাকেই ইহরাম বাঁধবে, লক্ষ্য রাখবে যাতে কোনো প্রকার চাকচিক্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করে এমন পোশাক যেন না হয়।

৩. তারপর উমরার কাজে ঢুকার জন্য মনে মনে নিয়ত (দৃঢ় সংকল্প) করবে, আর মুখে উচ্চারণ করে বলবে,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً (লাব্বাইকা উমরাতান)

অর্থাৎ, আমি উমরাহ্ আদায়ের জন্য আপনার দরবারে উপস্থিত হলাম।

অথবা বলবে, اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি উমরাহ আদায়ের জন্য আপনার দরবারে উপস্থিত হলাম।

৪. অন্য কারো জন্য উমরাহ্ করতে চাইলে (যদি আপনি পূর্বে আপনার উমরাহ্ আদায় করে থাকেন তবে) উচ্চারণ করবেন,

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً مِنْ ... ...

(আল্লাহুম্মা লাববাইকা উমরাতান মিন ... ...)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি ... ... [যার উমরাহ করছেন তার নাম]-কের পক্ষ হতে উমরাহ্ পালনের জন্য হাজির।

৫. যদি মুহরিম ব্যক্তি ভয় করে যে, সে রুগ্ন অথবা শত্রুর ভয়ের কারণে উমরাহ্ করতে সামর্থ্য হবে না, তবে তার জন্য ইহরামের সময় শর্ত করে নেওয়া জায়েয। সে বলতে পারবে,

«فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ»

(ফায়িন হাবাসানি হাবিসুন ফামাহাল্লি হাইছু হাবাস্তানী)

অর্থাৎ, যদি কোনো বাধাদানকারী আমাকে বাঁধা দেয়, তাহলে যেখানে আমি বাধাগ্রস্ত হবো সেখানেই হালাল হয়ে যাবো।

মহিলা সাহাবী দ্বুবা'আহ বিনতে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি হজ করতে চাই তবে রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ভয় করছি, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

æহজ করতে শুরু কর এবং শর্ত করে নাও এবং বলো, হে আল্লাহ! যদি কোনো বাধাদানকারী আমাকে বাধা দেয়, তাহলে যেখানে আমি বাধাগ্রস্থ হবো সেখানেই হালাল হয়ে যাবো।"[১]

৬. তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া পাঠ করবেন, আর তা হলো,

«لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ»

---

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

অর্থাৎ, উমরার জন্য আমি আপনার দরবারে হাজির। হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির, আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত, আপনার কোনো অংশীদার নেই, আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা ও নি'আমতের সামগ্রী তোমারই, তোমারই রাজত্ব, তোমার কোনো অংশীদার নেই।

উল্লিখিত দো'আ ইহরাম পালনকারী পুরুষগণ জোরে জোরে উচ্চারণ করবে, আর স্ত্রী লোকেরা চুপে চুপে বলবে। অতঃপর অধিক মাত্রায় তালবিয়া পড়বে এবং দো'আ, যিকির-ইস্তেগফার করবে।

৭. পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর সম্ভব হলে গোসল করবেন, এ গোসল সুন্নাত। সেটি আপনার আবাসস্থল হোটেলেও হতে পারে।

৮. তারপর মসজিদে হারামে ঢুকার সময়ে ডান পা দিয়ে ঢুকবেন এবং মসজিদে প্রবেশের দো'আ পড়বেন, তা হলো,

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

বিসমিল্লাহ ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শায়তানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফতাহ্ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে, আর তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দুরূদ পাঠ করছি, আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।

৯. তারপর যখন কা'বার কাছে পৌঁছবেন তখনি তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবেন। এরপর যদি তাওয়াফ শুরু করতে চান তবে হাজারে আসওয়াদ বরাবর যাবেন। হাজারে আসওয়াদের কাছে যাওয়ার

পর তার দিকে ফিরবেন, সম্ভব হলে ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবেন এবং চুমু খাবেন, তবে ভীড় করে মানুষকে কষ্ট দিবেন না। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময়ে বলবেন, بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবার)

অথবা বলবেন, اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)

যদি হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া কষ্টকর হয় তাহলে হাত অথবা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করার পর যে বস্তু দিয়ে স্পর্শ করেছেন তাতে চুমু খাবেন, আর যদি স্পর্শ করা কষ্টকর হয় তবে হাজারে আসওয়াদের দিকে হাত বা হাতে থাকা কিছু দিয়ে ইশারা করবেন এবং বলবেন,

اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)

তবে এ অবস্থায় হাত অথবা যা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন তাতে চুমু খাবেন না।

মনে রাখবেন, তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো: ছোট-বড় সর্বপ্রকার নাপাকী হতে পবিত্র থাকা; কেননা তাওয়াফ সালাতের মতো, শুধুমাত্র তাওয়াফের সময় কথা বলার অনুমতি আছে।

১০. তাওয়াফ করার সময় আল্লাহর ঘর কা'বাকে বাম পার্শ্বে রাখবেন এবং সাত চক্কর কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করবেন। ইচ্ছা করলে পায়ে হেঁটে, কিংবা বাহনে চড়ে তাওয়াফ করতে পারেন। যখন রুকনে ইয়ামানীর কাছে আসবেন তখন যদি সম্ভব হয় তা ডান হাতে স্পর্শ করবেন। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীকে চুমু খাবেন না। যদি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে তা ছেড়ে সামনে চলে যাবেন এবং তাওয়াফ করতে থাকবেন, কোনো প্রকার ইশারা বা তাকবীর দিবেন না; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণিত হয়নি। কিন্তু হাজারে আসওয়াদের নিকট যখনই পৌঁছবেন তখনি তা স্পর্শ করবেন এবং চুমু খাবেন এবং তাকবির বলবেন, (যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে), যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে সে দিকে ইশারা করবেন এবং তাকবীর বলবেন।

এ তাওয়াফে পুরুষদের জন্য সুন্নাত হলো এদতেবা' করা, অর্থাৎ গায়ের চাদরের মধ্যভাগকে ডান বোগলের নিচ দিয়ে দু'পার্শ্বকে বাম

কাঁধের উপর রাখা।

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করাও পুরুষদের জন্য সুন্নাত। রমল হলো ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটা।

তাওয়াফকালীন সময়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দো'আ বা যিকির নেই, প্রত্যেক চক্করেই ইচ্ছা মতো শরী'আতসম্মত যিকির ও দো'আ পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করেই রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নলিখিত দো'আ সম্বলিত আয়াতটি পড়া সুন্নাত-

﴿رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ﴾

অর্থাৎ, æহে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করুন।æ [সূরা ২; বাক্বারা ২০১]

সম্ভব হলে তাকবীর সহ হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়ার মাধ্যমে সপ্তম চক্কর শেষ করবেন, কিন্তু সম্ভব না হলে পূর্বের মতো শুধু ইশারা এবং তাকবীর পড়লেই যথেষ্ট।

তাওয়াফ শেষে গায়ের চাদর ভালো করে পরিধান করে নিবেন, অর্থাৎ কাঁধে এবং বুকে কাপড় দিয়ে নিবেন। ইদতেবা' অবস্থায় থাকবেন না। তারপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে কিছুটা দূরে হলেও দু' রাকাত সালাত পড়বেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মসজিদের যে জায়গায় সম্ভব সেখানেই সালাত পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (সূরা কাফিরূন) এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পড়া উত্তম। অন্য কোনো সূরা পাঠ করলেও কোনো দোষ নেই। এ দু'রাকাত সালাতের পর যদি হাজারে আসওয়াদ চুমু দেওয়া সম্ভব হয় তবে তা করবেন।

১১. তারপর সম্ভব হলে যমযমের পানি পান করবেন। সম্ভব হলে যত ইচ্ছা তত খাবেন।

১২. তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবেন, যাওয়ার সময় আল্লাহর এ বাণী পাঠ করবেন,

﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের

অন্তর্গত। [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ: ১৫৮]

১৩. অতঃপর সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করবেন অথবা এর নিচে দাঁড়াবেন, তবে সম্ভব হলে পাহাড়ের কিয়দংশে উঠা উত্তম। এরপর পবিত্র কা'বাকে সামনে রেখে প্রার্থনাকারীর ন্যায় দু'হাত উর্ধ্বে তুলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে তিনবার তাকবীর পড়ুন (আল্লাহু আকবার বলুন)। তিনবার করে দো'আ করা সুন্নাত। অতঃপর তিনবার নিম্নোক্ত দো'আ পড়ুন:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَه وَنَصَر عَبْدَه وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَه»

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয় দিয়েছেন এবং তিনি একাই শত্রুকে পরাজিত করেছেন।

এই দো'আর কিয়দংশ পড়লেও কোনো দোষ নেই। তবে যেহেতু শরী'আতে এখানে বেশি বেশি দো'আ করার কথা বলা হয়েছে সেহেতু সকল প্রকার দো'আই এখানে করতে পারেন।

১৪. অতঃপর সাফা হতে নেমে মারওয়ার দিকে যাবেন। যাওয়ার সময় পুরুষগণ দু' সবুজ আলোর মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবেন, এ দ্রুত চলাকে সা'ঈ বলা হয়। এ সময় যদি নিম্নোক্ত দো'আটি পড়েন তবে তা উত্তম,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"আল্লাহুম্মাগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল আ'য়ায্যুল আকরাম"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ক্ষমা ও দয়া করুন, নিশ্চয় আপনিই অতীব পরাক্রমশালী ও সম্মানিত।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

হজ ও উমরার ইহরামের ফলে যেসব বৈধ কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

২. কেবল পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

৩. কেবল মহিলার জন্য নিষিদ্ধ।

পুরুষ–মহিলা উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ বিষয় সাতটি

প্রথমত: মাথার চুল ছোট করা বা পুরোপুরি মুণ্ডানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾

æআর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৬]

তবে অসুস্থতা কিংবা ওযরের কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথার চুল ফেলতে বাধ্য হলে কোনো পাপ হবে না, তবে তার ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। কা'ব ইবন 'উজরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন আমার মুখে উঁকুন গড়িয়ে পড়ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, তুমি এতটা কষ্ট পাচ্ছ এটা আমার ধারণা ছিল না। তুমি কি ছাগল যবেহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। অতঃপর নাযিল হলো,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾

æআর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দিবে।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯১] এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তাকে বলেন,

«احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاة»

æতুমি তোমার মাথা মুণ্ডন কর এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর, অথবা

ছয়জন মিসকীনকে খাবার দান কর, নতুবা একটি ছাগল যবেহ কর।"[১]

এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

æতিন দিন সিয়াম পালন করতে হবে, কিংবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাতে হবে। প্রত্যেক মিসকীনের জন্য অর্ধ সা' (এক কেজি ২০ গ্রাম) খাবার।"[২]

সুতরাং, মাথা মুণ্ডনের ফিদয়া তিনভাবে দেওয়া যায়: ছাগল যবেহ করা অথবা তিনটি সাওম পালন করা কিংবা ছয়জন মিসকীনকে পেট পুরে খাওয়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইবন উজরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন,

«أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

æসে যেন ছয়জন মিসকীনকে খাবার দিবে, কিংবা একটি ছাগল যবেহ করবে অথবা তিনদিন সাওম পালন করবে।"[৩]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি। সদকার পরিমাণ হচ্ছে ছয়জন মিসকীনের জন্য তিন সা' (সাত কেজি ৩০ গ্রাম)। প্রতি মিসকীনের জন্য অর্ধ সা' (এক কেজি ২০ গ্রাম)। আর পশু যবেহের ইচ্ছা করলে ছাগল বা তার চেয়ে বড় যেকোনো পশু যবেহ করতে হবে। এ তিনটির যে কোনো একটি ফিদয়া হিসেবে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। শরী'আত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে পশু যবেহ করার মাধ্যমে ফিদয়ার ক্ষেত্রে এমন ছাগল হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা কুরবানীর উপযুক্ত; যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত। আলেমগণ একে 'ফিদয়াতুল আযা' তথা কষ্টজনিত কারণে ফিদয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা একে কুরআনুল কারীমে ﴿أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ﴾ বলে বর্ণনা করেছেন।[৪]

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০১।
২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০১; অনুরূপ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫১৭।
৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০১।
৪. খালেছুল জুমান: ৭৭।

বিশুদ্ধ মতানুসারে পরিপূর্ণরূপে মাথা মুণ্ডন করা ছাড়া উল্লিখিত ফিদয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা পরিপূর্ণ মাথা মুণ্ডন ছাড়া হলক বলা হয় না। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

«احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ»

æরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় নিজের মাথায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।"[১]

বলা বাহুল্য, মাথায় শিঙ্গা লাগানোর স্থান থেকে অবশ্যই চুল ফেলে দিতে হয়েছে; কিন্তু এ কারণে তিনি ফিদয়া দিয়েছেন এ রকম কোনো প্রমাণ নেই।

মাথা ছাড়া দেহের অন্য কোনো স্থানের লোম মুণ্ডন করলে অধিকাংশ আলেম তা মাথার চুলের ওপর কিয়াস করে উভয়টিকে একই হুকুমের আওতাভুক্ত করেছেন। কারণ, মাথা মুণ্ডন করার ফলে যেমন পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়, তেমনি দেহের লোম ফেললেও এক প্রকার স্বস্তি অনুভূত হয়। তবে তারা কিছু ক্ষেত্রে ফিদয়ার কথা বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে দমের কথা বলেছেন।[২] বস্তুত এ ক্ষেত্রে দম বা ফিদয়া দেওয়া আবশ্যক হওয়ার সপক্ষে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ নেই। কিন্তু হাজীদের উচিৎ ইহরাম অবস্থায় শরীরের কোনো অংশের চুল বা লোম যেন ছেড়া বা কাটা না হয়। তারপরও যদি কোনো চুল পড়ে যায়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত: হাত বা পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, কর্তন কিংবা ছোট করা।

ইহরাম অবস্থায় মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা যারা বলেছেন তারা চুল মুণ্ডন করার হুকুমের ওপর কিয়াস করেই বলেছেন। কুরআন বা হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। ইবনুল মুনযির বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নখ কাটা মুহরিমের জন্য হারাম। হাত কিংবা পায়ের নখ-উভয়ের ক্ষেত্রে একই হুকুম। তবে যদি নখ ফেটে যায় এবং তাতে যন্ত্রণা হয় তবে যন্ত্রণাদায়ক স্থানটিকে ছেঁটে দেওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। এ কারণে কোনো ফিদয়া ওয়াজিব হবে না।[৩]

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০২।
২. খালেছুল জুমান: ৮৩।
৩. মানাসিকুল হজ ওয়াল উমরাহ্ : ৪৪।

তৃতীয়ত: ইহরাম বাঁধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দু'টির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কিছুতে সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করা।

ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মুহরিমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ»

æতোমরা জাফরান কিংবা ওয়ারস (এক জাতীয় সুগন্ধি) লাগানো কাপড় পরিধান করবে না।"[১]

অপর এক হাদীসে তিনি 'আরাফায় অবস্থানকালে বাহনে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণকারী এক সাহাবী সম্পর্কে বলেন,

«وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ»

æতার কাছে তোমরা সুগন্ধি নিও না। কারণ, তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, সে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।"[২] অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

«وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»

æআর তোমরা তাকে সুগন্ধি স্পর্শ করাবে না। কারণ, কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।"[৩]

সুতরাং মুহরিমের জন্য সুগন্ধি বা এ জাতীয় কিছুর ব্যবহার বৈধ নয়। যেমন পানি মিশ্রিত জাফরান, যা পানীয়ের স্বাদে ও গন্ধে প্রভাব সৃষ্টি করে, অথবা চায়ের সাথে এতটা গোলাপ জলের মিশ্রণ, যা তার স্বাদে ও গন্ধে পরিবর্তন ঘটায়। তেমনি মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করবেন না।[৪] ইহরামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধির কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

æইহরাম অবস্থাতেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৭।
২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।
৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৭; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৫৪।
৪. মানসিকুল হজ ওয়াল উমরাহ্ : ৪৭।

মাথার সিঁথিতে যেন মিশকের চকচকে অবস্থার দিকে তাকাচ্ছিলাম।"[১] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের পূর্বে যে মিশক ব্যবহার করেছিলেন তার চিহ্ন ইহরামের পরেও তাঁর সিঁথিতে অবশিষ্ট ছিল।

চতুর্থত: বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ»

æমুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, বিবাহ দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও পাঠাবে না।"[২]

সুতরাং কোনো মুহরিমের জন্য বিয়ে করা, কিংবা অলী ও উকিল হয়ে কারো বিয়ের ব্যবস্থা করা অথবা ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া অবধি কাউকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো বৈধ নয়। মহিলা মুহরিমের জন্যও একই হুকুম।

পঞ্চমত. ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা

আলেমগণের ঐকমত্যে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর মধ্যে কেবল সহবাসই হজকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾

æযে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৭]

আয়াতে উল্লিখিত ٱلرَّفَثُ (আর-রাফাসু) শব্দটি একই সাথে সহবাস ও সহবাস জাতীয় যাবতীয় বিষয়কেই সন্নিবেশ করে। সুতরাং ইহরামের অবৈধ বিষয়গুলোর মধ্যে সহবাসই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: উকুফে 'আরাফা বা 'আরাফায় অবস্থানের পূর্বে মুহরিম ব্যক্তির স্ত্রী-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। এমতাবস্থায় সমস্ত আলেমের মতেই তার হজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, হজের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীকালে তা কাযা করা। তাছাড়া তাকে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে। পশুটি কেমন হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি একটি ছাগল যবেহ

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯০।
২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০৯।

করবেন।[১] অন্য ইমামগণের মতে, একটি উট যবেহ করবেন।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, 'উমার, আলী ও আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে মুহরিম থাকাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে আপন গতিতে হজ শেষ করবে। তারপর পরবর্তী বছর হজ আদায় করবে এবং হাদী যবেহ করবে। তিনি বলেন, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, পরবর্তী বছর যখন তারা হজের ইহরাম বাঁধবে, তখন হজ শেষ করা অবধি স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে।'[২]

মোটকথা, সর্বসম্মত মত হলো, 'আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ বাতিল হয়ে যায়। আর বড় জামরায় পাথর মারার পর এবং হজের ফরয তাওয়াফের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সকলের মত হলো, তার হজ বাতিল হবে না তবে ফিদয়া দিতে হবে। আর যদি 'আরাফায় অবস্থানের পর এবং বড় জামরায় পাথর মারার পূর্বে সহবাস হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছাড়া অধিকাংশ ইমামের মতে হজ নষ্ট হয়ে যাবে।[৩]

দ্বিতীয় অবস্থা: 'আরাফায় অবস্থানের পরে, বড় জামরায় পাথর মারা এবং হজের ফরয তাওয়াফের পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার হজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু তার ওপর একটি উট যবেহ করা কর্তব্য। এ ব্যাপারে তিনি হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য থেকেই তিনি দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসে এসেছে اَلْحَجُّ عَرَفَةُ। (আল-হাজ্জু 'আরাফাতু) অর্থাৎ হজ হচ্ছে 'আরাফা।[৪]

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফে'ঈ ও আহমাদ সহ অধিকাংশ ফকীহ'র মতে তার হজ ফাসেদ। এ অবস্থায় তাকে দু'টি কাজ করতে হবে:

এক. তার ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। আর সে ফিদয়া আদায় করতে হবে একটি উট বা গাভি দ্বারা, যা কুরবানী করার উপযুক্ত এবং তার সব গোশত মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে; নিজে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।

---

১. খালেছুল জুমান: ১১৪।
২. মুআত্তা মালেক, হাদীস নং, হাদীস নং ১৫১।
৩. খালেছুল জুমান: ১১৪।
৪. আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৯৪৯; নাসাঈ, হাদীস নং ৩০১৬।

দুই. সহবাসের ফলে হজটি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে এ হজটির অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা তার কর্তব্য এবং বিলম্ব না করে পরবর্তী বছরেই ফাসিদ হজটির কাযা করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা: বড় জামরায় পাথর মারা ও মাথা মুণ্ডনের পর এবং হজের ফরয তাওয়াফের পূর্বে সহবাস সংঘটিত হলে, হজটি সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে তার ওপর দু'টি বিষয় ওয়াজিব হবে।

এক. একটি ছাগল ফিদয়া দিবেন, যার সব গোশত গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। ফিদয়া দানকারী কিছুই গ্রহণ করবে না।

দুই. হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে নতুন করে ইহরাম বাঁধবেন এবং মুহরিম অবস্থায় হজের ফরয তাওয়াফের জন্য লুঙ্গি ও চাদর পরে নিবেন।[১]

ষষ্ঠত. ইহরাম অবস্থায় কামোত্তেজনা সহ স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা। যেমন চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾

æযে ব্যক্তি এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৭]

আয়াতে উল্লিখিত ٱلرَّفَثُ শব্দটি একই সাথে নানা অর্থের সন্নিবেশ করে:

১. সহবাস বা সম্ভোগ। ২. সহবাস পূর্ব মেলামেশা -যেমন কামোত্তেজনার সাথে চুম্বন, স্পর্শ ও আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। সুতরাং মুহরিমের জন্য কামোত্তেজনার সাথে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, স্পর্শ, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি কোনোটিই বৈধ নয়। এমনিভাবে মুহরিম অবস্থায় স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সুযোগ করে দেওয়াও বৈধ নয়। কামভাব নিয়ে স্ত্রীর প্রতি নজর করাও নিষিদ্ধ। ৩. সহবাস সম্পর্কিত কথপোকথন।[২]

আয়াতে উল্লিখিত ٱلۡفُسُوقُ (আল-ফুসুক) শব্দটি একই সাথে আল্লাহর আনুগত্যের যাবতীয় বিষয় থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায়।[৩]

সপ্তমত. ইহরাম অবস্থায় শিকার করা। হজ বা উমরা- যেকোনো

---

১. মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ: ৪৯।
২. খালেছুল জুমান: ৭৬।
৩. খালেছুল জুমান: ৭৬।

অবস্থাতেই মুহরিমের জন্য স্থলভাগের প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ -এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾

æআর স্থলের শিকার তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৬] অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾

æহে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫]

সুতরাং শিকারকৃত জন্তু ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা বৈধ নয়। তবে আলেমগণ প্রাণী শিকার বলতে এমন সব প্রাণী বলে একমত পোষণ করেছেন, যার গোশত মানুষের খাদ্য এবং যা বন্য প্রাণীভুক্ত। তাই 'শিকার' বলতে এমন সব প্রাণী বুঝায়, যা স্থলভাগে বাস করে, হালাল ও প্রকৃতিগতভাবেই বন্য। যেমন হরিণ, খরগোশ ও কবুতর ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রাণীসমূহের শিকার যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সেগুলোকে হত্যা করা এবং হত্যার সহায়তা করাও নিষিদ্ধ। যেমন দেখিয়ে দেওয়া, ইশারা করা বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা।[1]

মুহরিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ

---

১. দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯৬। জ্ঞাতব্য, মুহরিমের সংশ্লিষ্টতায় শিকারকৃত জন্তুর ব্যাপারে তিন ধরনের বিধান হবে: প্রথম: এমন জন্তু যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করেছে কিংবা হত্যায় শরীক হয়েছে। এমন জন্তু খাওয়া মুহরিম ও অন্য সকলের জন্য হারাম। দ্বিতীয়: মুহরিমের সাহায্য নিয়ে কোনো হালাল ব্যক্তি একটি জন্তুকে হত্যা করেছে, যেমন মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখিয়ে দিয়েছে অথবা শিকারের অস্ত্র এগিয়ে দিয়েছে -এমন জন্তু কেবল মুহরিমের জন্য হারাম; অন্য সবার জন্য হালাল। তৃতীয়: হালাল ব্যক্তি যে জন্তু মুহরিমের জন্য হত্যা করেছে, এমন জন্তুও মুহরিমের জন্য হারাম। অন্য সবার জন্য হালাল। (খালেসুল জুমান: ১২৩-১৩৬) বি.দ্র. এই রিওয়ায়েতের তরজমা বুখারী-মুসলিম মিলিয়ে করা হয়েছে।

ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

æআর যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হলো, যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক- কুরবানীর জন্তু হিসেবে কা'বায় পৌঁছতে হবে অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫][১]

ইহরামের কারণে বৃক্ষ কর্তন মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কারণ, এতে ইহরামে কোনো প্রকার প্রভাব সৃষ্টি হয় না। তবে তা যদি হারাম শরীফের নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে হয়, তবে মুহরিম হোক কিংবা হালাল-সকলের জন্য হারাম। এই মূলনীতির ভিত্তিতে 'আরাফায় মুহরিম কিংবা হালাল, উভয়ের জন্য বৃক্ষ কর্তন বৈধ; মক্কা, মিনা ও মুযদালিফা অবৈধ। কারণ, 'আরাফা হারাম শরীফের বাইরে, মক্কা, মিনা ও মুযদালিফা হারামের সীমাভুক্ত। উপরোক্ত সাতটি বিষয় মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ আরো দু'টি বিষয়

১. মাথা আবৃত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরাফায় বাহনে পিষ্ট মুহরিম ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন,

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ.»

æতাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও, তাকে দু'টি কাপড়ে কাফন দাও; কিন্তু তার মাথা আবৃত করো না।"[২]

---

১. সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কবুতর হত্যা করে তবে তার বিনিময় হচ্ছে একটি ছাগল যবেহ করা, যা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিবে কিংবা ছাগলর মূল্য নির্ধারণ করে সমপরিমাণ খাদ্য মিসকীনদের দিয়ে দিবে। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' আহার প্রদান করবে অথবা প্রত্যেক মিসকীনের খাদ্যের পরিবর্তে একদিন সাওম পালন করবে। এ তিন পদ্ধতির যেকোনো একটি অবলম্বন করা যাবে। দ্রষ্টব্য: মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ : ৫১।

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ». অর্থাৎ æতার মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করো না।"[১]

সুতরাং পুরুষ মুহরিমের জন্য পাগড়ি, টুপি ও রুমাল জাতীয় কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করা বৈধ নয়, যা তার দেহের সাথে লেগে থাকে। তেমনি মুখ আবৃত করাও নিষিদ্ধ।

২. পুরো শরীর ঢেকে নেওয়ার মতো পোশাক কিংবা পাজামার মতো অর্ধাঙ্গ ঢাকে এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। যেমন, জামা বা পাজামা পরিধান করা।

মোটকথা, স্বাভাবিক অবস্থায় যে পোশাক পরিধান করা হয়, তা পরিধান করা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুহরিমের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে জামা, পাগড়ি, মস্তকাবরণীযুক্ত লম্বা কোট, পাজামা, মোজা এবং এমন কাপড় পরিধান করতে পারবে না, যাতে জাফরান ও ওয়ারস (এক প্রকার সুগন্ধি) ব্যবহার করা হয়েছে।[২]

তবে যদি লুঙ্গি কেনার মতো টাকা না থাকে, তাহলে পাজামাই পরিধান করবে। জুতো কেনার মতো সঙ্গতি না থাকলে মোজা পরিধান করবে, সাথে অন্য কিছু পরিধান করবে না। ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আরাফার ময়দানে খুতবায় বলতে শুনেছি,

«السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الإِزَارُ وَالْخُفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ»

æযে লুঙ্গি পাবে না, সে যেন পাজামা পরিধান করে নেয়। যে জুতো পাবে না, সে যেন মোজা পরে নেয়।"[৩]

মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়গুলো

মহিলারা তাদের মাথা আবৃত রাখবে। তাছাড়া তারা ইহরাম অবস্থায় যেকোনো ধরনের পোশাকই পরিধান করতে পারবে। তবে অত্যধিক সাজ-সজ্জা করবে না। ইহরাম অবস্থায় তাদের জন্য যা নিষিদ্ধ তা হচ্ছে,

১. হাত মোজা ব্যবহার করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» অর্থাৎ æআর মহিলারা হাত

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০৬।
২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৭।
৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭৮।

মোজা পরিধান করবে না।"[১]

২. নেকাব পরিধান করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ» æআর মুহরিম মহিলারা নেকাব পরিধান করবে না।"[২] অর্থাৎ এমনভাবে মুখ ঢাকবে যাতে সহজেই সে আবরণ উঠানো যায় এবং নামানো যায়। পর পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখবে। কারণ, মাহরাম ছাড়া পর-পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা মহিলাদের জন্য বৈধ নয়।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।
২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৩৮।